ই - সংবাদ

মানুষকে ভালোবাসার শিক্ষা দিতে হবে ছাত্র-ছাত্রীদের : মুখ্যমন্ত্রী

জিরানীয়া,০৭ ডিসেম্বর ।। রাজ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে এখন অনেক পরিবর্তন এসেছে। রাজ্যে এক সময় বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো অনেক অনুন্নত ছিল। এখন আর সেই সমস্যা নেই। সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে হবে। আজ খুমলুঙে ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত খুমপুই একাডেমীর নতুন পাকাবাড়ীর উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। তিনি বলেন, ছেলেমেয়েদের শুধু পরীক্ষায় ভাল ফল করলে চলবে না, সাথে বিভিন্ন ধরণের বই পড়তে হবে। তাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা বিকশিত করতে হবে। তিনি বলেন, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলা করতে হবে। কেননা এটি শিক্ষার একটা অঙ্গ। এটি ছাত্র ছাত্রীদের সার্বিক বিকাশে সহায়তা করে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সুস্থ চিন্তার বিকাশ ঘটাতে ছেলেমেয়েদের গানবাজনা করতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষা হচ্ছে অমূল্য সম্পদ। তিনি বলেন, শিক্ষার সবচেয়ে বড় দিক হল চরিত্র গঠন। পরিবারের অভিভাবক হলেন শিশুর প্রথম শিক্ষক। তাই বাড়িতে ছেলেমেয়েদের সুশিক্ষা দিতে হবে। ছেলেমেয়েদের সত্য কথা বলতে উৎসাহী ও সাহসী করতে হবে এবং মানুষকে ভালবাসতে শিক্ষা দিতে হবে। তিনি বলেন, সবদিকে লক্ষ্য রেখে ত্রিপুরা সরকার বাজেটের বেশীরভাগ অর্থ শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যয় করছে। তিনি আরো বলনে, উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার উন্নয়নে সরকার অগ্রাধিকার দিচ্ছে। রাজ্যে এখন শান্তি ফিরে এসেছে। শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট হলে উন্নয়ন করা যাবে না।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য রাধাচরণ দেববর্মা ও বিশেষ অতিথি ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ড. রঞ্জিত দেববর্মা বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এ ডি সিঞ্চর কার্যনির্বাহী সদস্য রাজেন্দ্র রিয়াং। স্বাগত ভাষণ রাখেন এ ডি সি-এর মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক সন্দীপ আর রাঠোর।

উল্লেখ্য, খুমপুই একাডেমীর এই পাকাবাড়িটিতে মোট ৩৬টি রুম রয়েছে। পাকাবাড়িটি ২৩০৪.৩১ বর্গমিটার জায়গার উপর গড়ে উঠেছে।

রাজনগরে সংহতি মেলার উদ্বোধন ধর্মনিরপেক্ষ ঐতিহ্যকে যে কোনও মূল্যে রক্ষা করতে হবে ঃ সহিদ চৌধুরী

বিলোনীয়া,০৭ ডিসেম্বর ।।ভারত আমাদের দেশ। এই দেশে জাত, পাত, ধর্ম, বর্ণ ভাগ হয় না। ধর্ম যার যার। ধর্ম নিরপেক্ষতার এই ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব সবার। ৬ ডিসেম্বর রাজনগর ব্লকের ডিমাতলী পঞ্চায়েতের চন্দ্রপুর মসজিদ প্রাঙ্গণে তিনদিনব্যাপী ২৫তম ঐতিহ্যবাহী সংহতি মেলার উদ্বোধন করে একথা বলেন সংখ্যালঘু দপ্তরের মন্ত্রী সহিদ চৌধুরী। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ ঝর্ণা দাস (বৈদ্য), বিধায়ক বাসুদেব মজুমদার, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিমাংশু রায়, অনুষ্ঠানের সভাপতি তথা বিধায়ক সুধন দাস, রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রত্নারাণী দাস, জেলা পুলিশ সুপার ইপ্পার মনচাক প্রমুখ।

সংখ্যালঘু কল্যাণ মন্ত্রী শ্রী চৌধুরী বলেন, ৬ ডিসেম্বর ভারতবর্ষের সংবিধান প্রণেতা ড. বি আর আম্বেদকরের প্রয়াণ দিবস। ধর্ম নিরপেক্ষতার ঐতিহ্যকে সামনে রেখে জাতি-উপজাতি, হিন্দু-মুসলিম উভয় অংশের মানুষ আমরা এক সাথে বসবাস করি। সেই ক্ষেত্রে ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর দিনটি স্বাধীনোত্তর ভারতের ইতিহাসের এক কলঙ্কিত দিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। একদল ধর্মোন্মাদ ও ধর্মীয় মৌলবাদী চিন্তার ধারক ও বাহকরা দেশের হিন্দু ও মুসলমানের সুপ্রাচীন শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ধারাবাহিক বাতাবরণটিকে বিনষ্ট করার উদ্দেশ্যে ধ্বংসলীলা সংঘটিত করেছিলো। শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে হিংসার আগুনে উত্তপ্ত করে তুলতে চেষ্টা করেছিলো। তিনি বলেন, মানুষের রক্তকে যদি ভাগ করা না যায় তাহলে জাত, পাত, ধর্ম, বর্ণ কেন ভাগ হবে। রাজ্যের মধ্যেই যদি আরও একটি রাজ্য হয় তাহলে কি আরও বেশি উন্নতি হবে। তিনি বলেন, দেশে যদি শান্তির পরিবেশ বজায় না থাকে তাহলে উন্নয়নও হবে না। মানুষের কাছে ধর্ম নিরপেক্ষতা ও সংহতি বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্যই এই সংহতি মেলার আয়োজন।

সাংসদ ঝর্ণা দাস (বৈদ্য) তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, ভারতবর্ষ এমন একটি দেশ যেখানে নানা ভাষা, নানা মত, নানা ধর্মের মানুষ রয়েছেন। তিনি দেশ ও রাজ্যের উন্নতির জন্য শান্তি-সম্প্রীতি ও সংহতি বজায় রাখার আহ্বান জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সংহতি মেলার মুক্তমঞ্চে পরিবেশিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মেলায় ১০টি সরকারী প্রদর্শনী মন্ডপ খোলা হয়। মেলা চলবে ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। সমাপ্তি দিনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী রতন ভৌমিক।

সমবায় দপ্তরের পাবলিক অথরিটির নাম ঘোষিত

আগরতলা, ০৭ ডিসেম্বর ।। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী সমবায় দপ্তরের পাবলিক অথরিটি এবং এপিলেট অথরিটির নাম ঘোষণা করা হয়েছে। এই দুটি পদে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রেজিস্ট্রার অব কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ স্বপন কুমার দাসকে। যোগাযোগের জন্য তাঁর পুরো ঠিকানা হলো- স্বপন কুমার দাস, রেজিষ্ট্রার কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ, ত্রিপুরা সরকার, প্যালেস কমপাউন্ড, আগরতলা,ত্রিপুরা। টেলিফোন নম্বর হলো-০৩৮১২৩২৩৭৬৫(অফিস), ৯৪৩৬১৩৪১৩৭(মোবাইল)। সমবায় দপ্তর থেকে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

তেপানীয়া ব্লক ভিত্তিক যুব উৎসব ১৬ ডিসেম্বর

উদয়পুর, ০৭ ডিসেম্বর ।। তেপানীয়া ব্লক ভিত্তিক যুব উৎসব আগামী ১৬ ডিসেম্বর শালগড়া কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হবে। যুব উৎসবে সমবেত লোক সংগীত, সমবেত লোকনৃত্য, তবলা, হারমোনিয়াম, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, একাঙ্ক নাটক, মনিপুরী নৃত্য, ভরত নাট্যম, কত্থক নৃত্য, হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীত, সমবেত লোকনৃত্য(প্রতিযোগিতা বহির্ভূত) গাজন ও জারিনৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ব্লক এলাকার ১৫-৩৫ বছর বয়সের যুবক যুবতীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে। প্রতিটি বিভাগে প্রথম স্থানাধিকারী শিল্পী গোমতী জেলা ভিত্তিক যুব উৎসবে অংশ নেবে।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় গ্রামীণ ক্রীড়া ও যুব উৎসবের প্রস্তুতি

বিলোনীয়া, ০৭ ডিসেম্বর ।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং যুব উৎসব সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের লক্ষ্যে আজ বিলোনীয়া সার্কিট হাউজে দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিমাংশু রায়ের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিদ্ধান্ত হয় গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে সফল করার জন্য ব্লক এলাকার ভিলেজের চেয়ারম্যান ও পঞ্চায়েতের প্রধানদের নিয়ে আগামী ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যেই ব্লকে সভা করে নির্দিষ্ট তারিখ স্থির করতে হবে। প্রথমদিকে ভিলেজ, পঞ্চায়েত, পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েতের ওয়ার্ডগুলিতে, এরপর ব্লক, পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত ভিত্তিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এদিকে, ব্লক ভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হবে ১৯ ডিসেম্বর। জেলা ভিত্তিক যুব উৎসব হবে ২১ ডিসেম্বর বিলোনীয়ায়। যুব উৎসবে প্রতিযোগিতা বহির্ভূত সহ ১১টি বিষয়ে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। জেলা ভিত্তিক যুব উৎসবকে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সফল করে তোলার জন্য সভা থেকে জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিমাংশু রায়কে চেয়ারম্যান ও যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের জেলা আধিকারিককে আহ্বায়ক করে একটি পরিচালনা কমিটি ও ১২টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়।

পঞ্চায়েতে বিভিন্ন কাজ রূপায়ণের বিষয়ে প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত

বিশালগড়, ০৭ ডিসেম্বর ।। বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির সভা কক্ষে সম্প্রতি ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধি, পঞ্চায়েত সচিব, আর পি এস সহ অন্যান্য কর্মীদের নিয়ে পঞ্চায়েত আইন, বিভিন্ন স্কীমে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের রূপায়ণ ইত্যাদি বিষয়ে দুঞ্চদিনের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেন ব্লকের বি ডি ও রতন ভৌমিক, পঞ্চায়েত দপ্তরের সহ অধিকর্তা বিশ্বজিৎ মজুমদার সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। এই শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশালগড় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দুলন সরকার(হাজারী), সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান দীপক পাল সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ।

****

খোয়াইয়ে শিশুদের টিকাকরণ কর্মসুচি

খোয়াই, ০৭ ডিসেম্বর ।। খোয়াই জেলা হাসপাতালের উদ্যোগে চলতি মাসে ৩৯টি উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র এলাকায় শিশুদের বিনামূল্যে বিভিন্ন ধরণের টিকা দেওয়া হবে। কর্মসূচি অনুযায়ী আগামী ৯ ডিসেম্বর টিকাকরণ হবে সোনাতলা ও জাম্বুরা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। ১৩ ডিসেম্বর পহরমুড়া, পশ্চিম গণকী গৌড়নগর, সোনাতলা, পূর্ব গণকী, মধ্য সিঙ্গিছড়া, সমতল পদ্মবিল, ধলাবিল, পশ্চিম গণকী, বারবিল, পশ্চিম সোনাতলা, পূর্ব সোনাতলা, পূর্ব সিঙ্গিছড়া, উত্তর সিঙ্গিছড়া, মধ্য গণকী ও পশ্চিম সিঙ্গিছড়া উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। ১৬ ডিসেম্বর সিপাই হাওড় উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে, ২০ ডিসেম্বর পহরমুড়া, পশ্চিম গণকী, গৌড়নগর, সোনাতলা, পূর্ব গণকী, মধ্য গণকী, বারবিল, পশ্চিম সোনাতলা, পশ্চিম সিঙ্গিছড়া, জাম্বুরা ও বাগান উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। ২৭ ডিসেম্বর মধ্য গণকী, পশ্চিম সিঙ্গিছড়া, পহরমুড়া, পশ্চিম গণকী, গৌড়নগর, সোনাতলা ও পূর্ব গণকী উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। এছাড়া প্রতি সপ্তাহের বুধ ও শনিবারে জেলা হাসপাতালের এম সি এইচ হলে শিশুদের টিকাকরণ করা হবে বলে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ পি কে মজুমদার জানিয়েছেন।

****

তেলিয়ামুড়া ব্লক ভিত্তিক যুব উৎসব ১৪ ডিসেম্বর

তেলিয়ামুড়া, ০৭ ডিসেম্বর ।। তেলিয়ামুড়া ব্লক ভিত্তিক যুব উৎসব আগামী ১৪ ডিসেম্বর লক্ষ্মীপুর পঞ্চায়েতের কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হবে। এই কর্মসূচিকে সফল করে তোলার লক্ষ্যে গতকাল লক্ষ্মীপুর পঞ্চায়েতের অফিস প্রাঙ্গণে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অমরেশ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রীতা দেব, মহারানীপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা পাপড়ী দেববর্মা, মহকুমার ক্রীড়া আধিকারিক স্বপ্না দাস সহ ব্লকের বিভিন্ন পঞ্চায়েতের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় যুব উৎসবের উদ্বোধন করবেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি সাইনী সরকার। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিধায়ক গৌরী দাস।

রাজ্যে ৫৫তম নিখিল ভারত অসামরিক প্রতিরক্ষা ও গৃহরক্ষী বাহিনী দিবস পালিত

আগরতলা, ০৬ ডিসেম্বর ।। অসামরিক প্রতিরক্ষা ও গৃহরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা ভারতের নাগরিকদের নিরাপত্তা,অখন্ডতা,শান্তি সম্প্রীতি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন, জীবন দিয়েছেন। তাদের কাজের প্রতি আমাদের সবার শ্রদ্ধা জানাতে হবে। আজ সকালে শহীদ মনোরঞ্জন দেববর্মা স্মৃতি স্টেডিয়ামে আয়োজিত ৫৫তম নিখিল ভারত অসামরিক প্রতিরক্ষা ও গৃহরক্ষী বাহিনী দিবসে তপশিলী জাতিকল্যাণ মন্ত্রী রতন ভৌমিক একথা বলেন।

আজ সকালে আয়োজিত অনুষ্ঠানে অসামরিক প্রতিরক্ষা এবং গৃহরক্ষী বাহিনীর সদস্যগণ প্যারেড প্রদর্শন করেন। পর্যটন মন্ত্রী রতন ভৌমিক কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন। তিনি প্যারেডে অংশ নেওয়া প্ল্যাটুনগুলোর মধ্যে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করেন। সংক্ষিপ্ত আলোচনায় তিনি বাহিনীর সদস্য সদস্যাদের অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক বন্যাতেও অসামরিক প্রতিরক্ষা এবং গৃহরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা বন্যা কবলিত মানুষের উদ্ধার ও ত্রাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক এ কে শুক্লা। অসামরিক প্রতিরক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এবং পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ডাঃ মিলিন্দ রামটেকে এই দিনটি উদযাপন উপলক্ষে ত্রিপুরার রাজ্যপাল তথাগত রায় এবং মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের বার্তা পাঠ করে শুনান। অনুষ্ঠানে রাজ্য পুলিশের পদস্থ আধিকারিকগণও উপস্থিত ছিলেন।

ড. বি আর আম্বেদকর-এর ৬২তম তিরোধান দিবস পালিত

আগরতলা, ০৬ ডিসেম্বর ।। সারা দেশের সাথে রাজ্যেও আজ শ্রদ্ধায় স্মরণে পালিত হয়েছে ভারতের সংবিধানের স্থপতি ভারতরত্ন ড. বি আর আম্বেদকর-এর ৬২তম তিরোধান দিবস। এই উপলক্ষে কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় উজ্জয়ন্ত প্যালেসের সামনে ড. আম্বেদকরের মর্মর মূর্তি প্রাঙ্গণে। তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর আয়োজিত এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে বাবাসাহেব ড. আম্বেদকরের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন ভৌমিক, বিধানসভার অধ্যক্ষ রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, উপাধ্যক্ষ পবিত্র কর, বিধায়কদ্বয় রামু দাস, ঝুমু সরকার, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দিলীপ দাস, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা, আয়োজক দপ্তরের সচিব এল এইচ ডার্লং, অধিকর্তা এল টি ডার্লং, পশ্চিম ত্রিপুরার জেলা শাসক ডাঃ মিলিন্দ রামটেকে, অন্যান্য দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ, বিভিন্ন সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, বিভিন্ন ছাত্রাবাস ও ছাত্রীনিবাসের সুপার ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

পানিসাগরে বিশ্ব মৃত্তিকা দিবসে আলোচনা সভা

পানিসাগর, ০৬ ডিসেম্বর ।। কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র, পানিসাগর এবং কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে গতকাল পানিসাগরে ঞ্চবিশ্ব মৃত্তিকা দিবসঞ্চ উদযাপন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পানিসাগর মহকুমার দেওছড়া কমিউনিটি হলে আয়োজিত এই আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিমা দাস। আলোচনা সভার উদ্বোধন করে জিলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিমা দাস বলেন, মাটির উর্বরতা বাড়াতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের গুরুত্ব অপরিসীম। আলোচনা সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন পানিসাগরের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের আধিকারিক অভিজিৎ দেবনাথ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুবোধ দাস, পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শীতল দাস, কৃষি দপ্তরের উত্তর ত্রিপুরা জেলা কার্যালয়ের উপ-অধিকর্তা তপন আচার্য প্রমুখ। আলোচনা সভায় কৃষি বিশেষজ্ঞ রণবীর শর্মা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি,ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠান শেষে ২০ জন কৃষককে সয়েল হেলথ কার্ড দেওয়া হয়।

ধলাই জেলায় মৃত্তিকা দিবস পালিত

কমলপুর, ০৬ ডিসেম্বর ।। ধলাই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে গতকাল পালিত হয় মৃত্তিকা দিবস। সালেমাস্থিত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কার্যালয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিধায়ক অঞ্জন দাস। তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, মাটি ছাড়া খাদ্যশস্য উৎপাদন করা সম্ভব নয়। তাই চাষ করার সঠিক মাত্রায় সার, ঔষধ ইত্যাদি প্রয়োগ করা উচিত। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এম ডি সি বদরভূম হালাম, সালেমা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রণতি দাস এবং বি এ সিঞ্চর চেয়ারম্যান স্বপ্না দেববর্মা, বিশিষ্ট সমাজসেবী হরিমাধব শর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে কৃষকদের হাতে কৃষি জমির সয়েল হেলথ কার্ড তুলে দেওয়া হয়।

ধলাই জেলায় মিশন ইন্দ্রধনুষ কর্মসূচি

আমবাসা, ০৬ ডিসেম্বর ।। ধলাই জেলায় মিশন ইন্দ্রধনুষ প্রকল্পে তৃতীয় পর্যায়ে টিকাকরণ কর্মসূচি আগামী ৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হবে এবং চলবে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ধলাই জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ শরবিন্দ রিয়াং এতথ্য জানান। কর্মসূচি অনুযায়ী জেলার ১৩১টি উপস্বাস্থ্য এবং বিভিন্ন অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রের মাধ্যমে সন্তান সম্ভবা ৯২ জন মহিলা ও জন্ম থেকে ২ বছর বয়সী ৫১৮ জন শিশুদের টিকা দেওয়া হবে। এই কর্মসূচি সফল করে তোলার জন্য ২৭ জন এম পি এস, ২১৬ জন এম পি ডব্লিউ, ৯৭৮ জন আশা ও ১২৮২ জন অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী নিযুক্ত রয়েছেন।

কমলপুরে যুব উৎসবের প্রস্তুতি

কমলপুর, ০৬ ডিসেম্বর ।। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে আগামী ১৬ ডিসেম্বর কমলপুরের নজরুল ভবনে নগর পঞ্চায়েত ভিত্তিক, ১৮ ডিসেম্বর দুর্গাচৌমুহনী ব্লক ভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হবে কুচাইনালা গ্রাম পঞ্চায়েতস্থিত নাগবংশী বাজারের মুক্ত মঞ্চে। ঐ দিনেই সালেমা ব্লক ভিত্তিক যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হবে জামথুম বাজারের মুক্ত মঞ্চে। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের কমলপুর মহকুমা কার্যালয়ের পক্ষ থেকে এতথ্য জানানো হয়েছে। ১৫-৩৫ বছর বয়সী যুবক-যুবতীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে।

চোত্তাখলায় গড়ে উঠেছে ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী উদ্যান
উদ্বোধন ১৬ ডিসেম্বর

আগরতলা,০৬ ডিসেম্বর ।। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সংস্কৃতি সহ বিভিন্ন বিষয়ে যে মৈত্রীর সম্পর্ক রয়েছে একে আরও গভীর করার লক্ষ্যে বিলোনীয়া মহকুমার রাজনগর ব্লকের চোত্তাখলায় ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী উদ্যান গড়ে তোলা হয়েছে। আগামী ১৬ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের হাত ধরে এই মৈত্রী উদ্যানের উদ্বোধন হবে এবং সব অংশের মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হবে। আজ মহাকরণের প্রেস কনফারেন্স হলে সাংবাদিক সম্মেলনে এ সংবাদ জানান পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরী। তিনি বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আমাদের রাজ্যের মানুষের বিশাল অবদান ছিলো। ১৯৭১ সালে রাজ্যের জনসংখ্যা ছিলো ১৪ লক্ষ। ঐ সময় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রায় ১৬ লক্ষ শরণার্থীকে আমাদের রাজ্যে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিলো। রাজ্যের জাতি-উপজাতি উভয় অংশের জনগণ বাংলাদেশের দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ভারত-বাংলাদেশের এই মৈত্রীর সম্পর্ককে আরও গভীর করার লক্ষ্যে চোত্তাখলায় যেখানে ভারত-বাংলাদেশের মৈত্রী উদ্যান গড়ে উঠেছে তা বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত এই স্থান। এই মৈত্রী উদ্যানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন ঘটনাবলী, মুক্তিযুদ্ধের সময় ত্রিপুরায় আগত শরণার্থী ইত্যাদি নানা বিষয় ম্যুরালের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ম্যুরালগুলি তৈরী করেছেন রাজ্যের সরকারী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী উদ্যানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান ও তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পূর্ণাবয়ব মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিতে বিভিন্ন স্মারকও স্থাপিত হয়েছে এই উদ্যানে। এছাড়াও রয়েছে বড় বড় জলাশয়, ঝুলন্ত সেতু। উদ্যানটিকে গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সরকার বন দপ্তরকে নোডাল দপ্তর হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছিলো। এছাড়াও পূর্ত, হর্টিকালচার, গ্রামোন্নয়ন ও বিদ্যুৎ দপ্তরের নিরলস প্রচেষ্টায় এই উদ্যানটি গড়ে তোলা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিতে গড়ে উঠা এই উদ্যানটি রাজ্যের পর্যটনের ক্ষেত্রে একটি অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠবে বলে পূর্তমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান।

মোনপুরে গ্রামীণ ক্রীড়া ও যুব উৎসবের প্রস্তুতি

মোহনপুর, ৬ ডিসেম্বর ।। মোহনপুর পুর পরিষদের ওয়ার্ড ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং যুব উৎসব আয়োজনের লক্ষ্যে গত ৪ ডিসেম্বর মোহনপুর পুর পরিষদের কার্যালয়ে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। মোহনপুর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন ঝর্ণা মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন ইন কাউন্সিল মতিলাল দাস ও মানিক দাস, পুর পরিষদের সদস্যগণ, মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক জয়ন্ত ভট্টাচার্য, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের ইয়ুথ অর্গানাইজার রেনুকা দেববর্মা সহ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয় আগামী ১৮ ডিসেম্বর মোহনপুর সাংস্কৃতিক ভবনে অনুষ্ঠিত হবে মোহনপুর পুর পরিষদ ভিত্তিক যুব উৎসব। উৎসবে ১৫-৩৫ বছর বয়সী যুবক-যুবতীদের মধ্যে সমবেত লোক সংগীত (বাংলা, ককবরক), সমবেত লোকনৃত্য , তবলা (শাস্ত্রীয়), হারমোনিয়াম (লঘু), তাৎক্ষণিক বক্তৃতা (হিন্দী/ইংরেজী), একাঙ্ক নাটক (বাংলা,ককবরক,হিন্দী,ইংরেজী), মনিপুরী নৃত্য (শাস্ত্রীয়), ভরত নাট্যম (শাস্ত্রীয়) ও হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীতের উপর প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানে মোহনপুর পুর পরিষদ এলাকার অংশ গ্রহণকারী ইচ্ছুক শিল্পীদের আগামী ১৪ ডিসেম্বরের মধ্যে মোহনপুর পুর পরিষদ কার্যালয়ে নাম জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। এই অনুষ্ঠানকে সার্বিক ভাবে সফল করে তোলার লক্ষ্যে সভা থেকে ১টি কার্যকরী কমিটি সহ ৪টি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। তাছাড়া আগামী ১৯-২৫ ডিসেম্বরের মধ্যে মোহনপুর পুর পরিষদের বিভিন্ন ওয়ার্ডে গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্ন করা হবে। পরবর্তীতে ২৭ ও ২৮ ডিসেম্বর মোহনপুর পুর পরিষদ ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

চড়িলামে কৃষি জমির মাটির পরীক্ষা ও কৃষি বীমা যোজনা বিষয়ে সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত

বিশালগড়, ৬ ডিসেম্বর ।। বিশালগড় কৃষি মহকুমা তত্বাবধায়ক কার্যালয়ের উদ্যোগে গতকাল চড়িলাম ব্লকের লীলাদেব স্মৃতি কমিউনিটি হলে বিশ্ব মৃত্তিকা দিবস উপলক্ষ্যে কৃষি জমির মাটি পরীক্ষা এবং কৃষি বীমা যোজনা বিষয়ে সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ব্লক এলাকার ১০০ জন কৃষক অংশ গ্রহণ করেন।

এই শিবিরে কৃষি জমির মাটির উর্বরতা রক্ষায় করণীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেন রাজ্য কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের সহ-অধিকর্তা বুদ্ধদেব আচার্য। কৃষি বীমা সম্পর্কে আলোচনা করেন বিশালগড় কৃষি মহকুমার তত্বাবধায়ক সরোজ কুমার দে এবং বীমা কোম্পানীর আধিকারিক তন্ময় ভৌমিক প্রমুখ। প্রশিক্ষণ শেষে কৃষকদের হাতে সয়েল হেলথ্ কার্ড সহ অন্যান্য তথ্য সহায়ক পুস্তিকা তুলে দেওয়া হয়।

কাকড়াবন ব্লক ভিত্তিক যুব উৎসব ১৫ ডিসেম্বর

উদয়পুর, ৬ ডিসেম্বর ।। আগামী ১৫ ডিসেম্বর কাকড়াবন ব্লক ভিত্তিক যুব উৎসব মির্জা কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হবে। যুব উৎসবে সমবেত লোক সংগীত, সমবেত লোকনৃত্য, তবলা, হারমোনিয়াম, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, একাঙ্ক নাটক, মনিপুরী নৃত্য, ভরত নাট্যম, কত্থক নৃত্য, হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীত, সমবেত লোক নৃত্য (প্রতিযোগিতা বহির্ভুত), গাজন ও জারি নৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ব্লক এলাকার ১৫ থেকে ৩৫ বছর বয়সের যুবক-যুবতীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবে। প্রতিটি বিভাগে প্রথম স্থানাধিকারী শিল্পীরা গোমতী জেলা ভিত্তিক যুব উৎসবে অংশ গ্রহণ করবে।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পি সি আই-র চেয়ারম্যানের

আগরতলা,০৬ ডিসেম্বর ।। প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান জাস্টিস সি কে প্রসাদ আজ দুপুরে মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের সাথে সাক্ষাৎ করেন ও মুখ্যমন্ত্রীর হাতে স্মারক উপহার তুলে দেন। সাক্ষাৎকালে তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার প্রাক্তন সদস্য কৃষ্ণ প্রসাদ। এছাড়াও রাজ্যে সফররত প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান তথা সুপ্রীমকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি সি কে প্রসাদ আজ রাজ্য অতিথিশালা সোনারতরীতে রাজ্যে কর্মরত সাংবাদিক ও সংগঠনের প্রতিনিধিদের সাথে মিলিত হয়ে রাজ্যে সাম্প্রতিককালে দুজন সাংবাদিকের হত্যাকান্ড সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর নেন। আলোচনাকালে প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার প্রাক্তন সদস্য কৃষ্ণ প্রসাদও উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিক সমীর ধর ও সুজিত চক্রবর্তী, ফোরাম ফর প্রোটেকশন অব জার্নালিস্ট, ত্রিপুরা এবং আগরতলা প্রেস ক্লাবের প্রতিনিধিরা পৃথক পৃথকভাবে প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যানের সাথে মিলিত হন। অন্যদিকে, রাজ্যের মুখ্যসচিব সঞ্জীব রঞ্জন, রাজ্য পুলিশের ডি জি এ কে শুক্লা এবং রাজ্য সরকারের প্রধান সচিব রাকেশ সারোয়াল পি সি আই-র চেয়ারম্যানের সাথে মিলিত হন।

এরপর সন্ধ্যায় প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান প্রাক্তন বিচারপতি সি কে প্রসাদ, প্রাক্তন সদস্য কৃষ্ণ প্রসাদ প্রয়াত সাংবাদিক সুদীপ দত্ত ভৌমিকের বাড়িতে যান। সেখানে তিনি প্রয়াতের মা পুতুল দত্ত ভৌমিক, স্ত্রী সীমা দত্ত ভৌমিক, ছেলে সমীপ দত্ত ভৌমিক, মেয়ে সমৃদ্ধি দত্ত ভৌমিক ও ছোট ভাই সুজিত দত্ত ভৌমিকের সাথে দেখা করে বিভিন্ন বিষয়ে খোঁজখবর নেন।

উল্লেখ্য, প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার চেয়ারম্যান তথা সুপ্রীমকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী প্রসাদ এবং পি সি আই-র প্রাক্তন সদস্য কৃষ্ণ প্রসাদ দুদিনের সফরে গতকাল আগরতলা আসেন।

কিল্লায় ৩টি প্রকল্পের উদ্বোধন

উদয়পুর, ০৪ ডিসেম্বর ।। আজ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কিল্লায় ৩টি প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে। ৩টি প্রকল্প হল- ফায়ার সার্ভিস স্টেশন, এস এইচ জিঞ্চর ট্রেনিং সেন্টার এবং বন দপ্তরের রেস্ট হাউস। অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের মন্ত্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া। এই কেন্দ্রটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৪লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা। ফরেস্ট রেস্ট হাউসের উদ্বোধন করেন বনমন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া। এটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩৩লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। একই সাথে এস এইচ জি ট্রেনিং সেন্টারের উদ্বোধন করেন গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া। এই ট্রেনিং সেন্টারটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৮৮ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা। ৩টি প্রকল্পের উদ্বোধনের পর কিল্লায় এক অনুষ্ঠানে অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের মন্ত্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া বলেন, বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের সকল অংশের মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। ১৯৭২ সালে রাজ্যে মাত্র ৪টি ফায়ার স্টেশন ছিল। বর্তমানে সারা রাজ্যে ৪৬টি ফায়ার স্টেশন রয়েছে। আজ কিল্লাতে ৪৭তম ফায়ার স্টেশন চালু হয়েছে। তিনি বলেন, অগ্নি নির্বাপক দপ্তর শুধু আগুন নেভানোর জন্যই নয়, বিভিন্ন দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষার কাজ করে থাকে। তিনি বলেন, সতর্কতা অবলম্বন করলে বড় ধরণের অগ্নিকান্ড সহ দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অনুষ্ঠানে বনমন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া বলেন, এস এইচ জি সেন্টারটি চালু হওয়ার ফলে এই এলাকার বেকার যুবক যুবতীরা বিভিন্ন বিষয়ে স্বনির্ভর হবার জন্য প্রশিক্ষণ নিতে পারবে। তিনি বলেন, উন্নয়নের প্রধান শর্ত হলো শান্তি। শান্তি ছাড়া উন্নয়ন সম্ভব নয়। রাজ্যে যোগাযোগ, রাস্তাঘাট, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিভিন্ন পরিকাঠামো সহ ব্যাপক উন্নয়নের কাজ চলছে। উন্নয়নের এই ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য তিনি সকলকে সহযোগিতার আহবান জানান। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের সচিব তুষার কান্তি চাকমা। সভাপতিত্ব করেন কিল্লা বি এ সিঞ্চর চেয়ারম্যান ভক্ত সাধন জমাতিয়া। পরে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।